দৈনিক জনকণ্ঠ

NOV. 05 2002

যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে ॥ দফায় দফায় ফী বাড়লেও শিক্ষার্থী ব্যবসায়ী কারোরই ভিসা মিলছে না

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশীদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। এখন প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস ভিসা না দেয়ার কারণে শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী অথবা বেড়াতে যেতে চাওয়া অনেককেই তাঁদের যাত্রা বাতিল করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বেশি ভুগতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তা ছাড়া এমন বেশ কয়েকটি অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, ইতোপূর্বে একাধিকবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন তাঁদেরও ভিসা দেয়া হয়নি। সকল ক্ষেত্রেই বলা হচ্ছে, তাঁরা নাকি ফিরে আসবেন না। এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে দূতাবাসের শীর্ষস্থানীয় এক কর্মকর্তা ভিসা দিতে কড়াকড়ি করার কথা অস্বীকার করে বলেন, তাঁরা শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন আইন অনুসরণ করছেন।

মার্কিন ভিসার জন্য আবেদন ফী দফায় দফায় বাড়ানোর পাশাপাশি ভিসা ইস্যু করা কমিয়ে দেয়ার এই প্রবণতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশীদের জন্য নতুন বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকে ভিসা প্রসেসিং ফি বাবদ এখন শুরুতেই প্রায় তিনশ' টাকা খরচ করতে হয়। আর আবেদন ফী বাবদ নবেম্বর মাস থেকে দিতে হচ্ছে এক শ' মার্কিন ডলার সমপরিমাণ টাকা, যার সঙ্গে ভিসা পাওয়া-না পাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

ভিসার ক্ষেত্রে গত এক মাসের মধ্যে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তরুণ এক ইঞ্জিনিয়ার শীর্ষ মার্কিন কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান 'মাইক্রোসফট'-এ চাকরির মতো দুর্লভ সুযোগ পাবার

(৭- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া কঠিন

(৮-এর পাতার পর)

পরও তা তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে শুধুমাত্র ভিসা না পাবার কারণে। দেশের একটি ইংরেজী দৈনিকের সিনিয়র এক সাংবাদিকের মার্কিন প্রবাসী পুত্র, যিনি সম্প্রতি ইমিগ্র্যান্টও হয়েছেন, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাবার জন্য ভিসার আবেদন করেছিলেন, এক মার্কিন সিনেটর তাঁর জন্য সুপারিশও করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে ভিসা দেয়া হয়নি। ইমিগ্র্যান্ট স্বামীর সুবাদে আর কয়েকদিন পর তিনি স্থায়ী বসবাসের জন্য এমনিতেই ওই দেশে যেতে পারবেন– এ কথা বলার পরও ভিসা কর্মকর্তারা তাঁদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি। আরেক সাংবাদিকের স্ত্রী, যিনি দীর্ঘদিন ওয়াশিংটনে ছিলেন, তিনি তার প্রবাসী ছেলেকে দেখতে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তিনিও ভিসা পাননি। রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা, যিনি সরকারী ও ব্যক্তিগত কাজে ইতোপূর্বে একাধিকবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন, সম্প্রতি তাঁর ভিসা আবেদনও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

বিভিন্ন মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাবার জন্য যাঁরা 'ষ্টুডেন্ট ভিসা'র আবেদন করছেন তাঁরা খুব কমই ভিসা পাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকার পরও তা দেখেই তাঁদের অধিকাংশকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে একই কথা বলে- তারা নাকি আর ফিরে আসবেন না। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র আন্তর্জাতিক এক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে পুরস্কার গ্রহণের জন্য কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসেছেন। সম্প্রতি সেখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি, যা বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা খুব কমই পেয়ে থাকেন, তা পাবার পরও তিনি ভিসা না পাওয়ায় সেখানে পড়তে যেতে পারেননি। তাঁর কাগজপত্র না